দুটি পরিবার একত্রিত হলে সন্তানদের ভেতর একটা উৎসবের আমেজ চলে আসে

# ধরন বদলাক বন্ধন থাকুক সুগভীর

● নাঈমা হোসেন

যৌথ পরিবারের সনাতন কাঠামোটি এখন আর তেমন দেখাই যায় না; বিশেষ করে শহরে। এখন একক পরিবারেরই সময়। বাস্তব ও অর্থনৈতিক কারণে যৌথ পরিবার ভেঙে গঠিত হচ্ছে অনেক একক পরিবার, এই একক পরিবারও আবার বেশ ছোট। রাখা হচ্ছে আজকাল বড়জোর দুটি সন্তান। আজ থেকে অনেক বছর আগে যৌথ পরিবারের প্রচলন ছিল। তখন একক পরিবার কল্পনাও করা যেত না। যৌথ পরিবারে ছিল মান-অভিমান, ভালবাসা এবং স্নেহ-মমতার বন্ধন। সবাই সবার বিপদ-আপদ, ভাব-ভালবাসা ভাগাভাগি করে নিত। এখন যৌথ পরিবার নেই বললেই চলে। সেখানে জায়গা দখল করে নিয়েছে একক পরিবার। একক পরিবারের ছেলেরা বিয়ের পর বাবা-মায়ের সঙ্গে না থেকে বউ নিয়ে আলাদা থাকতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। বাবা-মায়েরাও ব্যাপারটা এখন খুব স্বাভাবিকভাবেই নিচ্ছেন। যৌথ পরিবার ভেঙে এখন সেখানে গড়ে উঠছে একক পরিবার। এ দুই ধরনের পরিবারেরই কিছু স্বকীয় বৈশিষ্ট্য এবং সুবিধা-অসুবিধা আছে। এ ব্যাপারে আমরা কিছু যৌথ ও একক পরিবারের সদস্যের সঙ্গে আলাপ করেছি। তারা খোলামেলাভাবে কথা বলেছেন তাদের সুবিধা-অসুবিধাগুলো নিয়ে।

মিসেস নূরজাহান বেগম, গৃহিণী। শ্বশুর-শাশুড়ি, দেবর-ননদ নিয়ে তার সংসার। ছেলেমেয়ে তিনজন। একই পরিবারে সবাইকে নিয়ে বসবাস তার। তিনি বললেন, যৌথ পরিবারে সুবিধাই বেশি। আমি যেহেতু বড় বউ, তাই আমাকেই বেশি ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। তবে সমস্যা হয় ছেলেমেয়েদের। ওরা হয়তো হঠাৎ ভালো কিছু রান্না করতে বলল, আমি নিষেধ করে বললাম– এখন না, পরে খেও। পক্ষান্তরে দেখা যায় আমার জা তার ছেলেমেয়ে যখন কিছু খেতে চায় সে সঙ্গে সঙ্গে সেটা তৈরি করে দিচ্ছে। এ ক্ষেত্রে আমার ছেলেমেয়েরা মন খারাপ করে। এটুকু ছাড়া সুবিধাই বেশি। যেমন ডাক্তারের কাছে গেলে বা জরুরি কোনো প্রয়োজনে হঠাৎ বাইরে গেলে বাচ্চাদের শাশুড়ি ও জা-এর কাছে রেখে যেতে পারি।

আফরোজা বেগম (ছদ্মনাম)। চাকরিজীবী। বিয়ের পর কিছুদিন শ্বশুর-শাশুড়ির সঙ্গে থাকলেও পরে আলাদা বাসায় থাকতেন। বর্তমানে হঠাৎ করেই স্বামীর চাকরি চলে যাওয়ায় এখন আবার শ্বশুরবাড়িতেই থাকেন। নিঃসন্তান তিনি। তার কথায়, যেহেতু স্বামীর চাকরি নেই, তাই কিছুটা হলেও শ্বশুরবাড়িতে গলগ্রহ হয়ে থাকতে হয়। আমি যেহেতু চাকরি করি, তাই প্রতি মাসে শ্বশুরের হাতে আমাকে কিছু টাকা দিতে হয়। তার মতে, যৌথ পরিবারে সুবিধার চেয়ে অসুবিধাই বেশি। যখন তখন কোথাও যাওয়া যায় না। এটা শ্বশুর-শাশুড়ি ভালো চোখে দেখেন না। কিছুটা মানসিক চাপের মধ্যেও থাকতে হয়।

ফৌজিয়া খান। চাকরিজীবী। স্বামী আর সন্তান নিয়ে সংসার তার। শ্বশুর বেঁচে থাকলেও শ্বাশুড়ি মারা গেছেন অনেক আগে। তার মতে, একক পরিবারে অসুবিধাই বেশি। চাকরির কারণে আমার বাচ্চাটাকে কাজের মেয়ের কাছে রেখে যেতে হয়। শাশুড়ি বেঁচে থাকলে আমাকে এ সমস্যাটা ফেস করতে হতো না। আমার মাকে আমি ছোটবেলা থেকেই দেখেছি আমার দাদা-দাদি, ফুফু-চাচাদের নিয়ে সংসার করতে। মা কখনই বিরক্ত হতেন না। আমার নিজেরও স্বপ্ন ছিল একটা যৌথ পরিবারের। যেহেতু হয়নি, তাই মনের ভেতর একটা কষ্ট রয়েই গেছে। অপরদিকে মাহফুজা বেগম বললেন ভিন্ন কথা। তার ভাষায়, একক পরিবারে সুবিধাই বেশি। আমি এবং আমার দুই ছেলে বেশ ভালো আছি। আমরা দুজনই চাকরি করি। সারাদিন বাইরে থাকতে হয় বলে দুজনই ক্লান্ত থাকি। বাসায় ফিরে যা হোক কিছু একটা রান্না করলেই হয়ে যায়। যৌথ পরিবারে দায়িত্বটা একটু বেশি থাকে। সবার মন জুগিয়ে চলাটাও কষ্টকর হয়ে পড়ে। ছেলেরা অবশ্য মাঝে মাঝে অভিযোগ করে সময় না দেয়ার জন্য। তারপরও সব মিলিয়ে আমরা ভালো আছি। তবে একেবারেই ভিন্ন অভিজ্ঞতার কথা বললেন আনোয়ারা বেগম। তিনি বললেন, আমি প্রথমে যৌথ পরিবারেই ছিলাম। শ্বশুর-শাশুড়ি মারা যাওয়ার পর সংসার আলাদা হয়ে গেছে। দেবর-ভাসুররা যার যার মতো আলাদা হয়ে গেছে। আমার খুব ইচ্ছে ছিল সবাই মিলে এক সঙ্গে থাকব। কিন্তু সবার চাওয়া তো আর পূরণ হয় না। পুরনো সেই দিনগুলোর কথা খুব মনে পড়ে। খুব মন খারাপ হয় আমার।

এই হলো যৌথ ও একক পরিবারের চিত্র। মেনে নেয়া আর মানিয়ে নেয়া দুটো এক কথা নয়। যারা পরিবেশ ও পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে চলতে পারে, তারাই হয়তো জীবনের সবক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে পারে। আর এই এগিয়ে যাওয়ায় অবশ্যই কারো না কারো অবদান আছে। আমরা সবাই মিলে যদি আবার চেষ্টা করি, আন্তরিক হই সবার সঙ্গে সবার সম্পর্ক স্থাপনে, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ যদি আবার ফিরে আসে, তাহলে পরিবারের সদস্যরা দেশের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে, কিংবা বিশ্বের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছড়িয়ে থাকলেও আমরা যৌথ পরিবারের বন্ধনটা আবার ফিরিয়ে আনতে পারব। এর জন্য প্রয়োজন শুধু আন্তরিক উদ্যোগ। ■